দৈনিক বাংলা

12 MAY 1990

তারিখ ...2 MAY 1990.
পৃষ্ঠা ... 7 কলাম 9...

40

পরীক্ষায় নকল বন্ধ করতে সরকার দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ঃ কাজী জাফর

।। স্টাফ রিপোর্টার ।।

প্রধানমন্ত্রী কাজী জাফর আহমদ শিক্ষার উন্নয়নে জাতীয় ঐকমত্য সৃষ্টির আহবান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, শিক্ষাক্ষেত্রে মৌলিক ও গুণগত পরি-বর্তন সাধন করতে বর্তমান মুহূর্তে বেশি প্রয়োজন হচ্ছে নীতিনির্ধারক হিসাবে শিক্ষাবিদ ও গবেষকদের দিক নির্দেশনা।

তিনি গতকাল শুক্রবার সকালে শিক্ষা প্রকল্পন ও উন্নয়ন গবেষণা ফাউন্ডেশন (ফ্রেপড)-এর ষষ্ঠদশ বার্ষিক সম্মেলন ও সাধারণ সভায় প্রধান অতিথির ভাষণ দেন। জাতীয় শিক্ষা প্রশাসন সম্প্রসারণ ও গবেষণা ইন্সটিটিউট (নিয়েয়ার) মিলনায়তনে আয়োজিত এ সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন 'ফ্রেপড' সভাপতি জাতীয় অধ্যাপক মুহম্মদ শামস্-উল হক। এতে বিশেষ অতিথি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চান্সেলর প্রফেসর এম মনিরুজ্জামান মিঞা এবং শিক্ষা সচিব আনম ইউসুফ। স্বাগত ভাষণ দেন প্রফেসর মোহাম্মদ ফেরদৌস খান।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়ো-জিত প্রধানমন্ত্রী কাজী জাফর আহমদ বলেন, বর্তমানে চিন্তার রাজ্যে এক ধরনের নৈরাজ্য ও হীনমণ্যতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। দেখা যাচ্ছে গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে দেয়ার প্রবণতা। শিক্ষাক্ষেত্রে যে কোন নৈরাজ্য জাতির জন্যে আত্মহননের শামিল বলে তিনি মন্তব্য করেন।

(শেষ পৃঃ ৫-এর কঃ দ্রঃ)

কাজী জাফর

(প্রথম পৃঃ পর)

কাজী জাফর আহমদ শিক্ষার সকল স্তরে মানের অধোগতি রোধ করতে এবং মানোন্নয়ন ঘটাতে সরকারের সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে বলেন, এই লক্ষ্যে পরীক্ষায় নকল বন্ধ করতে সরকার দৃঢ় সংকল্প।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, এগার কোটি অধিবাসীর এই উন্নয়নশীল দেশে খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং আরও নানাবিধ সমস্যা রয়েছে। তবে বর্তমান সরকার প্রতিটি ক্ষেত্রে সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করে তা সমা-ধানের অবিরাম চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। সম্পদ ও সামর্থ্য সীমিত হওয়া সত্ত্বেও জাতীয় উন্নয়নে শিক্ষার ভূমিকা সম্পর্কে সরকার যথেষ্ট সজাগ ও সচেষ্ট।

কাজী জাফর আহমদ আরও বলেন, সরকার শিক্ষার উন্নয়নে সর্বোচ্চ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি দুই হাজার সাল নাগাদ 'সবার জন্যে শিক্ষা', বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা এবং অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত মেয়েদের শিক্ষা অবৈতনিক করা ইত্যাদি কর্ম-সূচীর উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, এসব কর্মসূচী বাস্তবায়নে বড় বড় দালান-কোঠা তৈরীর অপেক্ষায় বসে থাকা যাবে না। "সবার জন্যে শিক্ষা" কর্মসূচী বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসায় মর্নিং শিফট অথবা ডবল শিফট চালু করা সম্ভব কিনা তা ভেবে দেখতে তিনি সং-শ্লিষ্টদের প্রতি

প্রধানমন্ত্রী বলেন ঃ প্রকল্প বাস্তবায়নে অর্থ একটি প্রয়োজনীয় উপাদান। তবে একমাত্র উপাদান নয়। যথাসময়ে এবং যথানিয়মে প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে ব্যবস্থাপনা দক্ষতার ভূমিকা অর্থের মতই গুরুত্ব-পূর্ণ। গবেষণালব্ধ তথ্যের ভিত্তিতে সুপরিকল্পিত শিক্ষা গবেষণা কার্যক্রম প্রণয়ন, বিদ্যমান সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করা এবং অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে সমস্যা সমাধানের সঠিক দিক নির্দেশনা অপরিহার্য। এ ক্ষেত্রে 'ফ্রেপড' অর্থবহ ভূমিকা পালন করবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

কাজী জাফর আহমদ জানান যে আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই জাতীয় শিক্ষা উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করা হবে।

প্রফেসর মনিরুজ্জামান মিঞা বলেন, জনসংখ্যাকে জনশক্তিতে রূপান্তরিত করার জন্যে প্রয়োজন শিক্ষা। সাধারণভাবে শিক্ষার মান কমে গেছে একথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, শিক্ষার ক্ষেত্রে ভাষা সমস্যা একটি বড় সমস্যা হিসাবে দেখা দিয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর এ প্রসঙ্গে আরও বলেন, '৭২ সালের পর থেকে ভাষা সমস্যা সম্পর্কে আমরা দৃঢ়ভাবে কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারিনি। ভাষাজ্ঞানের অভাবে উচ্চশিক্ষা ব্যাহত হচ্ছে বলে তিনি মন্তব্য করেন। তিনি সরকারের "দুই হাজার সাল নাগাদ সবার জন্যে শিক্ষা" কর্মসূচীর প্রশংসা করে বলেন, এই কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা গেলে তা সরকারের বিরাট অবদান হিসাবে বিবেচিত হবে।

শিক্ষা সচিব আনম ইউসুফ বলেন, শিক্ষাকে শুধু সার্টিফিকেট বা ডিগ্রী প্রদানের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত করার বিষয়ে ভাবতে হবে। সম্পদের সীমাবদ্ধতা থাকায় ভৌত কাঠামো বেশি বাড়ানোর অবকাশ নেই। রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক অঙ্গীকারই "সবার জন্যে শিক্ষার" সুযোগ তৈরী করে দিতে পারে বলে তিনি মত প্রকাশ করেন।

সভাপতির বক্তৃতায় জাতীয় অধ্যা-পক প্রফেসর মুহম্মদ শামস উল হক বলেন, শিক্ষা উন্নয়নের প্রচেষ্টা কোন বিচ্ছিন্ন ধারা নয়। সার্বিক জাতীয় উন্নয়নের মূল স্রোতেরই একটি অবি-চ্ছেদ্য অংশ। শিক্ষাক্ষেত্রের উন্নয়নে একদিকে যেমন প্রয়োজন নীতিনির্ধারক এবং গবেষকদের সেতুবন্ধন অপরদিকে প্রয়োজন বহুমাত্রিক গবেষণার।

প্রফেসর হক বলেন, শিক্ষা পরি-স্থিতির ক্রমাবনতির ফলে দেশ আজ এক চরম সঙ্কটের মুখোমুখি। এর মূলে যেসব কারণ রয়েছে তার অধিকাংশ বেশ জটিল। আর তা বৃহত্তর সামা-জিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাবলীর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। তবে তিনি আশা প্রকাশ করেন যে প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও শিক্ষা সম্পর্কে অন্তর্দৃষ্টি সঙ্কট উত্তরণে সহায়ক হবে।